Text-Book

ইত্তেফাক

002

তারিখ 07 MAR 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

পাঠ্যপুস্তক সমাচার

শিক্ষাবিভাগীয় কর্মকর্তারা দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চলতি বৎসরের জানুয়ারীতেই ছাত্রদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতায় দেশবাসীর সামনে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ভিন্ন চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। ২রা মার্চ সিরাজগঞ্জ হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, প্রাইমারী স্কুলে পাঠ্যবই বিতরণের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। কোথাও বিজ্ঞানের বই পৌঁছে নাই, আবার কোথাও ইংরেজী বইয়ের অভাবে অন্যগুলি বিতরণ করা হইতেছে না। পত্রান্তরের খবরেও জানা যায়, কুমিল্লা জেলাতেও লক্ষাধিক ছাত্রের জন্য এখনও বই পৌঁছে নাই। জানুয়ারীর পর ফেব্রুয়ারী মাস গিয়াছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহও গত। কিন্তু বিভিন্ন জেলায়-উপজেলায় পাঠ্যপুস্তকের চালান এখনও ঠিকমত পৌঁছে নাই। ইহার উপর বিতরণের জটিল সমস্যা গোদের উপর বিষফোঁড়া হইয়া দেখা দিয়াছে। অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, বই বহন ও যাতায়াত খরচ বাবদ শিক্ষকরা ছাত্রদের নিকট হইতে মাথাপিছু ৫ হইতে ১৫ টাকা পর্যন্ত আদায় করিতেছেন। উপজেলা সদর হইতে স্কুল পর্যন্ত পরিবহন খরচা বাবদ নাকি ৬০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এই বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। এইসব অজুহাত দেখাইয়াই নাকি ছাত্রদের নিকট হইতে 'তোলা' আদায় করা হইতেছে।

আমরা আগাগোড়াই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের বিরোধী। ইহার কারণও ইতিপূর্বে বহুভাবেই বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, এই ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষাঙ্গনে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হইতেছে না। চলতি বৎসরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের ৯৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা। কিন্তু স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের নিজস্ব কোন বিতরণ ব্যবস্থা নাই, থাকারও কথা নয়। কেননা, বোর্ড কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। অথচ এই বোর্ডকেই নামানো হইয়াছে ব্যবসায়ের কাজে। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। অবশ্য বোর্ডকেও অহেতুক দোষ দিয়া লাভ নাই। কারণ পুস্তক বিতরণ বা ব্যবসা করার জন্য বোর্ডের জন্ম হয় নাই।

এইসব অঘটন আসলে সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতিরই পরিণতি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধ, সাধ্য ও সীমাবদ্ধতা বিচার না করিয়াই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের নীতি গৃহীত হয়। উহার জের এখনও চলিতেছে এবং বর্তমান অব্যবস্থা তাহারই শোচনীয় পরিণতি। এই পরিণতির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, সরবরাহ ও বিতরণ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে চালু করিতে হইবে। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের মাকাল ফলের মহিমা দেশের মানুষ বহু আগেই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রও বর্ণচোরা জাতীয়করণের এই অভিশাপ হইতে যতশীঘ্র মুক্তি পাইবে, ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল।